মশলার বাজার চড়া

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঈদ সামনে রেখে চড়া হয়ে উঠেছে মশলার বাজার। গত সপ্তাহের তুলনায় সব ধরনের মশলার দাম বেড়েছে গড়ে ১০-১৫ শতাংশ পর্যন্ত। এলাচ, লবঙ্গ, জিরা, দারুচিনি, ধনিয়া, গোলমরিচ, মরিচ, হলুদসহ সব মশলার দাম এখন ক্রেতার নাগালের বাইরে। মশলার সাথে সাথে অস্থির হয়ে উঠেছে ঈদে সর্বাধিক ব্যবহার্য্য পণ্যসামগ্রীর বাজার। আতর, টুপি, শীতের কাপড় আর টুকিটাকি প্রসাধনীর দামও ঈদ বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোরবানীর পশু কেনার আগেই ক্রেতারা ভিড় জমিয়েছেন মশলার বাজারে। ঈদ যতই ঘনিয়ে আসছে, ক্রেতার ভিড় তত বাড়ছে মশলা বাজারে। আর এ সুযোগে বিক্রেতারা দাম চড়িয়েছেন ইচ্ছেমত।

বাজারে সবচেয়ে বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ। আর তুলনামূলক কম দামে বিক্রি হচ্ছে রসুন। বাজারভেদে খুচরা পর্যায়ে দেশী পেঁয়াজ ৪৪-৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ৩২-৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একইভাবে আদার দাম বেড়েছে কেজিতে ১৫-২০ টাকা।

রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রতি কেজি শুকনা মরিচ বিক্রি হচ্ছে ১১৫-১২০ টাকায়। গত সপ্তাহে দাম ছিল ১০০ টাকা। হলুদের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ২০-২৫ টাকা পর্যন্ত। প্রতি কেজি ভালো মানের দেশী হলুদের দাম ৯০ থেকে ১১০ টাকা। ১শ' গ্রাম লবঙ্গ বিক্রি হচ্ছে ৬৫ থেকে ৭৫ টাকায়। আগের সপ্তাহে এর দাম ছিল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা। গত সপ্তাহের তুলনায় এলাচের দাম ১০-১৫ টাকা বেড়ে ১শ' গ্রাম বিক্রি হচ্ছে ১০০- ১১০ টাকায়। ১শ' গ্রাম ইরানি জিরা বিক্রি হচ্ছে ৯০-৯৫ টাকায়। ১শ' গ্রাম ধনিয়ার দাম ২০-২২। ১শ' গ্রাম গোলমরিচ বিক্রি হচ্ছে ২৫-২৮ টাকায়। দারুচিনির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কেজিতে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩০-৪০ টাকা। প্রতি ১শ' গ্রাম দারুচিনি বিক্রি হচ্ছে ২৫ থেকে ৩০ টাকায়। ১শ' গ্রাম তেজপাতার দাম ১৮-২০ টাকা। কেজিতে ১০ থেকে ১৫ টাকা বেড়ে আদা বিক্রি হচ্ছে ৬০-৬৫ টাকায়। প্রতি কেজি দেশী রসুন বিক্রি হচ্ছে ৪০-৪২ টাকায়। আমদানীকৃত রসুনের দাম ৩৪ থেকে ৩৮ টাকা।

ঈদ উপলক্ষে ঘির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানীর ঘি ৭৫০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ভোজ্যতেল সয়াবিনের বাজার এমনিতেই চড়া। এ ঈদ কেন্দ্র করে আরেক দফা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। খুচরা বাজারে ১১০ থেকে ১১৪ টাকা লিটারে বিক্রি হচ্ছে সয়াবিন তেল। সুপার পামঅয়েল বিক্রি হচ্ছে ৯২-৯৫ টাকা লিটারে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৫ লিটারের বোতলজাত সয়াবিন তেল ৫৫০ থেকে ৫৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে মশলার পাশাপাশি ঈদ উপলক্ষে আতর, টুপি আর জায়নামাজের দামও বেড়েছে। তবে বিক্রেতারা জানিয়েছেন, সাধারণত ঈদ এলেই এগুলোর বাম্পার ব্যবসা হয়। ব্যবসায়ীরাও এ সময়টার জন্য অপেক্ষা করেন। যে কারণে অন্যান্য সময়ের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে কিছুটা লাভের মুখ দেখার আসায় থাকেন সব বিক্রেতাই। তাছাড়া আমদানীকৃত আতর, টুপি আর জায়নামাজের দাম এমনিতেই আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।